

# পুস্তক ছাঁটাই নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর,  
শাহবাগ, ঢাকা।

## সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	১
২।	পুস্তক ছাঁটাই নীতিমালা	১-৩
৩।	পুস্তক ছাঁটাই প্রক্রিয়া	৪

## ভূমিকা

গণগ্রন্থাগারের কার্যক্রম ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিসহ মোট ৬৮টি গ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির অধীনে প্রাক্বে ১০,০৪০টি পুস্তক নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রতি অর্থবছরে সরকারি নিয়মানুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে পুস্তক ক্রয় করে এর সংগ্রহ সমৃদ্ধ হতে থাকে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত মোট পুস্তকের সংখ্যা ১৪,৬৪,৮৫৩ খানা। গ্রন্থাগারে সংযোজিত/সংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে পাঠ্য ও রেফারেন্স, সৃজনশীল সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ইতিহাস ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর দেশী-বিদেশী পুস্তক রয়েছে।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ব্যবহারকারীদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। গ্রন্থাগার মূলত একটি সেবাদর্শী প্রতিষ্ঠান। তাই সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে দেয়াই গ্রন্থাগারের সেবা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক ও অন্যান্য পাঠ্যপকরণ নিয়মিত ও বহুল ব্যবহারের ফলে একটি সময় আসে তখন আর এসব পাঠ্য সামগ্রীর ব্যবহার উপযোগিতা থাকে না। তাছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিবছর নতুন সংস্করণ ও প্রকাশনার পুস্তক সংগৃহীত হওয়ার ফলে পুরাতন সংস্করণ ও অব্যবহৃত পুস্তক ছাঁটাই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে হালনাগাদ ও ব্যবহার উপযোগী রাখতে এই পুস্তক ছাঁটাই নীতিমালায় খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে সময়ের প্রয়োজনে এবং বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে নীতিমালা সংশোধন করা যাবে।

### ছাঁটাই নীতিমালা

- ১। সাধারণ জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক যেমন ও বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরি, বিনিস গাইড ইত্যাদি যে সব গ্রন্থের তথ্য সাম্প্রতিকতা হারিয়েছে বা ইতিহাস লেখার উপাদান হিসেবে কাজে লাগেনা সেগুলো ছাঁটাই করা যাবে। তবে নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে এসব গ্রন্থ ছাঁটাই করা যেতে পারে।

- ২। **বিশ্বকোষ :** কোন বিশ্বকোষের নতুন সংস্করণ প্রকাশ হলে পুরাতন সংস্করণের ব্যবহারিক গুরুত্ব তেমন থাকে না। তবে স্থান সংকুলন না হলে এ ধরনের পাঠ্য সামগ্রী ছাঁটাই করা যেতে পারে। এ ছাড়া নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।
- ৩। **ধর্ম ও দর্শন :** ধর্ম বিষয়ক পুস্তক যেমন কোরআন, হাদীস, বাইবেল, গীতা ইত্যাদি এবং দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক ছাঁটাই করা যাবে না। তবে উল্লেখযোগ্য কিংবা ব্যবহার উপযোগী নয় এমন পুস্তক ছাঁটাই করা যেতে পারে।
- ৪। **সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ :** সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের পুস্তক বিচার বিশ্লেষণপূর্বক ছাঁটাই করা যাবে। আইন বিষয়ক কোন পুস্তক ছাঁটাই করা যাবে না। তবে গ্রন্থাগারে নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।
- ৫। **ভাষাতত্ত্ব :** ভাষা বিষয়ক পুস্তক যেমন : বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজী গ্রামার বা বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস ও সমালোচনা ইত্যাদি পুস্তক ছাঁটাই করা যাবে না। তবে একই পুস্তকের নতুন সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হলে ব্যবহার অনুপযোগী এবং পুরাতন সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।
- ৬। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কোন পুস্তকের নতুন সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।
- ৭। **ললিত কলা :** ললিত কলা বিষয়ক পুস্তক ছাঁটাই করা যাবে না।
- ৮। **সাহিত্য :** সাহিত্যের পুস্তক যেমন-কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস যেগুলোর সাহিত্য মূল্য আছে বা ক্লাসিক সাহিত্য সেগুলো ছাঁটাই করা যাবে না। তবে এমন সাহিত্য যেগুলোর সাহিত্য মূল্য নেই বা লেখক তেমন পরিচিত নন সেগুলো ছাঁটাই করা যেতে পারে। বেস্ট সেলার সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাঁধাই মূল্য প্রায় নতুন বইয়ের মূল্যের সমান হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রেও নতুন প্রকাশনা/সংস্করণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাঁটাই করা যেতে পারে।




- ৯। ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনী ঃ যে কোন দেশ বা অঞ্চলের ইতিহাস, ভূগোল এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থের মূল্য থাকায় এবং এ ধরনের পুস্তকের তথ্য পরিবর্তনশীল নয় বিধায় এর ক্ষরত্ব অপরিসীম। তাই এ জাতীয় পুস্তক ছাটাই করা যাবে না।
- ১০। ইয়ারবুক, হ্যান্ডবুক, অ্যালম্যানাক ইত্যাদি পুস্তক নিয়মিত প্রকাশ হওয়ায় নতুন সংস্করণ/প্রকাশনা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে পুরানো সংস্করণ ছাটাই করা যেতে পারে।
- ১১। স্থানীয় কোন লেখকের পুস্তক অর্থাৎ গ্রন্থাগারটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের লেখক বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন লেখকের পুস্তক যে কোন বিষয়ের হোক না কেন তা ছাটাই করা যাবে না।
- ১২। গ্রন্থাগারে যে কোন বিষয়ের উপর পুস্তক যদি ছিঁড়ে যায় এবং সহজলভ্য হয়, তাছাড়া বাঁধাই মূল্য যদি প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তকগুলো ছাটাই করে নতুন পুস্তক ক্রয় করা যেতে পারে।
- ১৩। পুরানো সংস্করণের পুস্তকগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় ধুলোবালি জমে পুস্তকের পাতা শক্ত ও মোটা হয়ে যায়, ফলে সহজেই পাতাগুলো ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন ক্ষেত্রে অব্যবহৃত পুস্তকগুলো ছাটাই করা যেতে পারে।
- ১৪। মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে ক্ষেত্রে আক্রান্ত পুস্তকগুলো সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করে সে পুস্তকগুলো দ্রুত ছাটাই করা যেতে পারে।

### ছাঁটাই প্রতিশ্রুতি

নিম্নলিখিতভাবে পুস্তক ছাঁটাই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে :

- ১। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ছাঁটাই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- ২। সতর্কতার সাথে ছাঁটাইযোগ্য পুস্তক সেলফ থেকে পৃথক করতে হবে।
- ৩। ছাঁটাই এর জন্য পৃথককৃত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- ৪। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রস্তুতকৃত পুস্তক তালিকা নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।
- ৫। অনুমোদনের পর পুস্তকগুলো লাইব্রেরি থেকে সরিয়ে অন্য কোন গ্রন্থাগারে অনুদান হিসাবে দেয়া যেতে পারে অথবা পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।
- ৬। ছাঁটাইকৃত পুস্তকের ক্যাটালগ কার্ড ক্যানিনেট থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ৭। অ্যাক্সেসন রেজিস্টারে ছাঁটাইকৃত পুস্তকগুলোর অ্যাক্সেসন নম্বর (Accession Number)-এর বিপরীতে মন্তব্য কলামে ছাঁটাই সীল দিতে হবে।
- ৮। ছাঁটাইকৃত পুস্তকের তালিকা নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৯। ছাঁটাইকৃত পুস্তক তালিকার প্রতি পাতায় ছাঁটাই সীল দিতে হবে।

  
নিখিল রঞ্জন মন্ডল  
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)।